পবিত্র কোরআনে হযরত শোয়াইব(আঃ)ও তার কওম-৩

তাফহীমুল কোরআনের ব্যখ্যা

মাদইয়ান(মাদায়েন) মূল এলাকাটি হিযাজের উত্তর পশ্চিমে এবং ফিলিস্তিনের দক্ষিণে লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত ছিল। তবে সাইনা (সিনাই) উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলেও এর কিছুটা অংশ বিস্তৃত ছিল।

এখানকার অধিবাসিরা ছিল একটি বিরাট ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। প্রাচীন যুগে যে বানিজ্যিক সড়কটি লোহিত সাগরের উপকূল ধরে ইয়েমেন থেকে মক্কা ও ইয়াম্বু হয়ে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং দ্বিতীয় যে বাণিজ্যিক সড়কটি ইরাক থেকে মিশরের দিকে চলে যেতো তাদের ঠিক সন্ধিস্থলে এ জাতির জনপদগুলো ছিল।

এ কারণে আরবের ছোট বড় সবাই মাদইয়ান জাতি সম্পর্কে জানতো। এবং জাতিটি নিশ্চিহ্ন হওয়ার পরও সারা আরবে এর খ্যাতি অপরিবর্তিত থাকে। কারণ আরববাসীদের বানিজ্যিক কাফেলা মিশর ও ইরাক যাবার পথে দিনরাত এ ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই চলাচল করতো।

মাদইয়ান বাসীদের সম্পর্কে আরও একটি প্রয়োজনীয় কথা ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। এ মাদইয়ানের অধিবাসীরা হযরত ইব্রাহিমের পুত্র মিদিয়ানের সাথে বিভিন্ন রকম সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। তারা বনী মিদিয়ান নামে পরিচিত হয়। তাদের দেশেরই নাম মদইয়ান বা মিদিয়ান।

এ জাতিটি সর্বপ্রথম হযরত শোয়াইব(আঃ) এর মাধ্যমেই সত্য দ্বীন তথা ইসলামের দাওয়াত পেয়েছিল। শোয়াইবের আবর্ভাব কালে এদের অবস্থা ছিল একটি বিকৃত মুসলিম মিল্লাতের মত।

হযরত ইব্রাহিমের পরে ছয় সাত শত বছর পর্যন্ত এরা মুশরিক ও চরিত্রহীন জাতিদের সঙ্গে বসবাস করতে করতে শিরক ও নানা রকম দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এদের ঈমানের দাবী ও সেজন্য অহংকার করার মনোবৃত্তি অপরিবর্তিত ছিল।

এ জাতির দু'টি বড় দোষ ছিল । একটি শিরক এবং অন্যটি ব্যবসায়িক লেনদেনে অসাধুতা । এ দু'টি দোষ সংশোধনের জন্য হযরত শোয়াইব (আঃ)কে তাদের মধ্যে পাঠানো হয়।

মাদইয়ানের সরদাররা ও নেতারা আসলে যে কথা বলেছিল, শোয়াইবের কথা মেনে নিলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো। আমরা যদি পূর্ণ সততার সাথে ব্যবসা করতে থাকি এবং কোন প্রকার প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে ঈমানদারীর সাথে পণ্য কেনা বেচা করতে থাকি তাহলে আমাদের ব্যবসা কেমন করে চলবে।

আমরা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় দু'টি বানিজ্যিক সড়কের সন্ধিস্থলে বাস করি এবং মিশর ও ইরাকের মত দু'টি বিশাল সুসভ্য ও উন্নত রাষ্ট্রের সিমান্তে আমাদের জনপদ গড়ে উঠেছে।

এমতাবস্থায় আমরা যদি বানিজ্যিক কাফেলার মালপত্র ছিনতাই করা বন্ধ করে দিয়ে শান্তিপ্রিয় হয়ে যাই , তাহলে বর্তমান ভৌগলিক অবস্থানের যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুফল সুবিধা লাভ করে আসছিলাম তা একদম বন্ধ হয়ে যাবে এবং আশেপাশের বিভিন্ন জাতির উপর আমাদের যে প্রতাপ আর আধিপত্য কায়েম আছে তাও খতম হয়ে যাবে।

হযরত শোয়াইব সুবক্তা ছিলেন। তার বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত ছিল কিন্তু তা অধিক অর্থবহ এবং মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতো। তার বক্তৃতা ছিল স্পষ্ট, মার্জিত, সুরুচিপূর্ণ, সুন্দর ও সমৃদ্ধ। শোয়াইবের কওমকে "আসহাবুল আইকাহ"ও বলা হতো। অর্থাৎ গভীর ঘন গাছপালার দেশের অধিবাসী বলা হতো।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল-হিজর

১। আর আইকাবাসীরাও ছিল সীমালঙ্ঘনকারী।

সুরা ১৫ আল হিজর ,আয়াতঃ ৭৮

وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (78)

আর 'আয়কাবাসীরাও' (শুয়াইব আঃএর অনুসারী) তো ছিল সীমালংঘনকারী।

২। তাদের থেকেও আমরা প্রতিশোধ নিয়েছি। উভয়(লুত ও শোয়াইবের কওম) বিরানভূমিই প্রকাশ্য মহাসড়কের পাশে এখনো বিদ্যমান।

সুরা ১৫ আল হিজর , আয়াতঃ ৭৯

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ (79)

সুতরাং আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি । ওদের উভয়ই তো প্রকাশ্য পথপার্শ্বে অবস্থিত।

মাদইয়ানবাসী ও আইকাবাসীরা দুটি আলাদা গোত্র। হযরত ইব্রাহিম(আঃ) এর স্ত্রী কাতুরার গর্ভজাত সন্তানরা আরব ও ঈসরাইলী ইতিহাসে বনী কাতুরা নামে পরিচিত। এদের একটি গোত্র সবচেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ করে। মাদইয়ান ইবনে ইবরাহিমের বংশোদ্ভূত হবার ফলে তাদেরকে মাদইয়ানী বা মাদইয়ানবাসী বলা হয়।

এদের বসতি উত্তর হেজায থেকে ফিলিস্তিনের দক্ষিন পর্যন্ত এবং সেখান থেকে সিনাই বদ্বীপের শেষ কিনারা পর্যন্ত লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের উপকূল এলাকায় বিস্তৃত হয়। এটি আকাবা উপসাগরের পশ্চিম উপকূলে আইলা(বর্তমান আকাবা) থেকে পাঁচ দিনের দূরে অবস্থিত।

বনী কাতুরার অন্যান্য গোত্রের মধ্যে বনী দিদান( ) তুলনামূলকভাবে বেশী পরিচিত। উত্তর আরবে তাইমা তাবুক ও আল' উলার মাঝামাঝি স্থানে তাঁরা বসতি গড়ে । তাদের কেন্দ্রীয় স্থান ছিল তাবুক। প্রাচীনকালে একে আইকা বলা হতো।

মাদইয়ানবাসী ও আইকাবাসী একই বংশধারার সাথে সম্পর্কিত ছিল, একই ভাষায় কথা বলতো, এবং এলাকা পরস্পর সংযুক্ত ছিল। বনু কাতুরার এ দু'গোত্রের পেশাও ছিল ব্যবসা। এই দু'গোত্রের কাছেই হযরত শোয়াইবকে প্রেরণ করা হয়েছিল।

পবিত্র কোরআনে ঈরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আশ শোয়ারা

৩। আইকাবাসীরাও রসুলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।

সুরা ২৬ আশ শোয়ারা ,আয়াতঃ ১৭৬

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (176)

আয়কাবাসীরা(মাদইয়ানের অধিবাসী) রাসুলদেরকে অস্বীকার করেছিলো।

৪।স্মরণ করো, শোয়াইব তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি সতর্ক হবে না?

সুরা ২৬ আশ শোয়ারা, আয়াতঃ ১৭৭

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ (177)

যখন শুয়াইব(আঃ) তাদেরকে বলেছিলেনঃ তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় করবে না?

৫। আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রসূল।

সুরা ২৬ আশ শোয়ারা, আয়াতঃ১৭৮

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (178)

আমি তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রাসুল।

৬। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।

সুরা ২৬ আশ শোয়ারা, আয়াতঃ১৭৯

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (179)

সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।

৭। এ দায়িত্ব পালনের জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদানের দায়িত্ব রাব্বুল আলামীনের উপর।

সুরা ২৬ আশ শোয়ারা, আয়াতঃ১৮০

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (180)

আমি তোমাদের নিকট এর জন্যে কোন প্রতিদান চাই না; আমার পুরস্কার জগত সমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

৮। মাপে পূর্ণ করে দেবে। যারা মাপে কম দেয় তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

সুরা ২৬ আশ শোয়ারা, আয়াতঃ১৮১

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181)

তোমরা মাপে পূর্ণমাত্রায় দেবে; যারা মাপে কম দেয় তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

৯। ওজন দেবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।

সুরা ২৬ আশ শোয়ারা, আয়াতঃ১৮২

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182)

এবং তোমরা ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।

১০। মানুষকে তার জিনিসপত্র কম দিও না এবং দেশে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী হয়ো না।

সুরা ২৬ আশ শোয়ারা, আয়াতঃ১৮৩

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183)

লোকদেরকে তাদের প্রাপ্ত বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না।

১১। সেই মহান সত্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের আগে যারা বিগত হয়েছে তাদেরও সৃষ্টি করেছেন।

সুরা ২৬ আশ শোয়ারা, আয়াতঃ১৮৪

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ (184)

এবং তোমরা ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

১২। তখন তারা বলেছিল, তুমি তো যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি।

সুরা ২৬ আশ শোয়ারা, আয়াতঃ১৮৫

قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (185)

তারা বললোঃ তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

১৩। তুমি তো আমাদেরই মতো মানুষ ছাড়া কিছুই নও। আমরা তো মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদের একজন।

সুরা ২৬ আশ শোয়ারা, আয়াতঃ১৮৬

وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (186)

তুমি আমাদেরই মতো একজন মানুষ, আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

১৪। তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আকাশ ভেঙ্গে তার একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলো।

সুরা ২৬ আশ শোয়ারা, আয়াতঃ১৮৭

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (187)

তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আকাশের একখণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও।

১৫। তখন সে বলেছিলো, তোমরা যা করছো আমার প্রভু তা ভালোভাবেই জানেন।

সুরা ২৬ আশ শোয়ারা, আয়াতঃ১৮৮

قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (188)

তিনি বললেনঃ আমার প্রতিপালক ভাল জানেন যা তোমরা কর।

১৬। এভাবে তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে এক মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব তাদের গ্রাস করে নেয়। সেটা ছিল এক ভয়াবহ দিবসের আযাব।

সুরা ২৬ আশ শোয়ারা, আয়াতঃ১৮৯

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (189)

অতঃপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করলো, পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি গ্রাস করলো; এটা তো ছিল এক ভীষণ দিবসের শাস্তি!

১৭।নিশ্চয়ই এতে রয়েছে একটি নিদর্শন। তাদের অধিকাংশই মু'মিন ছিল না।

সুরা ২৬ আশ শোয়ারা, আয়াতঃ১৯০

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (190)

এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়।

১৮। আর আমার প্রভু, নিশ্চয়ই তিনি মহা শক্তিধর, অতীব দয়াবান।

সুরা ২৬ আশ শোয়ারা, আয়াতঃ১৯১

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (191)

এবং নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক, তিনি পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আনকাবুত

১৯। আমরা মাদায়েনে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই শোয়াইবকে। সে তাদের বলেছিল, হে আমার কওম, তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব করো এবং শেষ দিনকে ভয় করো আর পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না।

সুরা ২৯ আনকাবুত,আয়াতঃ ৩৬

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (36)

আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভ্রাতা শুয়াইব(আঃ)কে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেনঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, শেষ দিবসকে ভয় কর এবং পৃতিবীতে বিপর্যয় ঘটিয়ো না।

২০। কিন্তু তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করে । ফলে তাদেরকে আঘাত করে ভূমিকম্প, আর তারা পড়ে থাকে নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে।

সুরা ২৯ আনকাবুত, আয়াতঃ ৩৭

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (37)

কিন্তু তারা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো; ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল।

হযরত শোয়াইব(আঃ) ও তার কওম সংক্রান্ত ৫টি সুরায় বর্ণিত ৪১ টি আয়াত ৩ খন্ডে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সমস্ত আয়াতগুলো থাকে শিক্ষা নেয়া উচিত, শোয়াইব তার কওমকে যে দাওয়াত দিয়েছিলেন তাদের জবাব প্রত্যাখ্যান ও নবীর বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রই তাদেরকে আঘাত করেছিলো আল্লাহর ভয়ঙ্কর ও মর্মন্তদ আযাব। সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা , আল্লাহর আযাবের ফায়সালা অথবা আমাদের মৃত্যু অথবা কেয়ামত আসার আগেই আমরা সতর্ক হয়ে যাই ----- এক আল্লাহর ইবাদত করি, মানুষকে না ঠকাই , দুনিয়ায় ফ্যাসাদ সৃষ্টি না করি । আশা করা যায় আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন এবং আমাদের তওবা কবুল করবেন। আল্লাহ আমাদেরকে তার আযাব থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....